63 (FY)SEM–1/AEC/BENAEC1012

2025

BENGALI

(AEC)

Paper : BENAEC1012

(Applied Bengali–I)

Full Marks : 50

Pass Marks : 20

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর শুদ্ধ বিকল্প বেছে নিয়ে লেখো ঃ ১×৫=৫

(ক) রবিকাশী হলো —

(i) দ্বিগু সমাস

(ii) দ্বন্দ্ব সমাস

(iii) কর্মধারয় সমাস

(iv) তৎপুরুষ সমাস

(খ) গঠন-প্রকৃতি অনুসারে বাক্যকে ভাগ করা যায়—

(i) দুই ভাগে

(ii) তিন ভাগে

(iii) চার ভাগে

(iv) পাঁচ ভাগে

(গ) ঐহিক শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ—

(i) দৈহিক

(ii) জৈবিক

(iii) বাহ্যিক

(iv) পারত্রিক

(ঘ) একাদশে বৃহস্পতি বাগধারার অর্থ—

(i) অসম্ভব ব্যাপার

(ii) অনুকূল সময়

(iii) ব্যাকুল সময়

(iv) অসময়

(ঙ) আয়ু পদটির বিশেষণ পদ—

(i) অস্ত্য

(ii) অনুভূত

(iii) আয়ুষ

(iv) আয়ুষ্মান

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ *(যে-কোনো পাঁচটি)* ২×৫=১০

(ক) সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ
শচীন্দ্র, দেবেন্দ্র, দিগন্ত, ষড়ানন

(খ) সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ লেখো ঃ
কুল, কূল / অনু, অণু

(গ) প্রবাদ প্রবচন লেখো ঃ
অমাবস্যার চাঁদ, আকাশ কুসুম কল্পনা

(ঘ) সমার্থক শব্দ লেখো ঃ
গৃহ, ইচ্ছা, তট, হস্তী

(ঙ) ব্যঞ্জন সন্ধি কাকে বলে?

(চ) অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে? যে-কোনো একটি উদাহরণ দাও।

(ছ) নিত্য সমাস কাকে বলে?

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ *(যে-কোনো পাঁচটি)* ৫×৫=২৫

(ক) পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ বলতে কী বোঝ? বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের একটি করে বিশিষ্ট প্রয়োগের উদাহরণ দাও।

(খ) স্বরসন্ধি নির্ণয়ের *যে-কোনো পাঁচটি* নিয়ম লেখো।

(গ) বিসর্গ সন্ধি কাকে বলে? আলোচনা করো।

(ঘ) বাগধারা (অর্থ লিখে বাক্য রচনা করো) ঃ
মাটির মানুষ, টাকার কুমীর, অগ্নিশর্মা, আঠারো মাসে বছর, গোঁজামিল

(ঙ) মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য — (ভাব সম্প্রসারণ করো)

(চ) যৌবনে অর্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত — (ভাব সম্প্রসারণ করো)

(ছ) বন্দীও যেমন বদ্ধ, বিচারকও তেমনই বদ্ধ — (ভাব সম্প্রসারণ করো)

(জ) সঙ্গীতের ন্যায় মানবজীবনের একটি মূল রাগিণী আছে—
(ভাব সম্প্রসারণ করো)

৪। *যে-কোনো একটি* প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০

(ক) মাথা, মুখ, গা, চোখ ও কান পদগুলির *পাঁচটি* করে বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রদর্শন করো।

(খ) সারাংশ লেখো ঃ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই ক্ষণ্ডক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছসিয়া উঠে, যেথা নির্ধারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা-নিত্য যেথা
তুমি সর্ব-কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।